দৈনিক সংবাদ

তারিখ 3.1 JAN 1997
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

# শিশু শ্রমিকদের স্কুলে যাওয়া প্রথম বর্ষপূর্তি আজ

ঢাকা (ইউনিসেফ) ঃ ঢাকার জিগাতলায় একটি বিশেষ ধরনের স্কুলের ছাত্রী লিপি (১২)। সেখানে পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়ে সে খুব গর্বিত।

লিপি বলল, 'এই স্কুল আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখানে আমি লেখাপড়া শিখতে পারছি। শিক্ষকরা আমাদের খুব ভাল। আমাদেরকে খুবই ভালবাসেন।'

তার মতো সারা বাংলাদেশে মোট ৭৯৯০ জন ছাত্রছাত্রী এ ধরনের ৩১৫টি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এরা সবই তৈরি পোশাক কারখানার চাকরি থেকে অব্যাহতি পাওয়া শিশু শ্রমিক। শিশুশ্রম বন্ধ করার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এদেশে এ এক নতুন ইতিহাস। এসব শিশু শ্রমিককে কেবল শ্রম থেকে মুক্তি দেয়া হয়নি। এরা শিক্ষার নতুন সুযোগও পেয়েছে।

ঠিক এক বছর আগে এই শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ ধরনের প্রথম স্কুল। আজ প্রথম বার্ষিকী। বাংলাদেশ পোষাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), ইউনিসেফ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)–এর মধ্যে ১৯৯৫ সালের ৪ জুলাই স্বাক্ষরিত এক সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে এই স্কুলগুলো চালু করা হয়েছে।

চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিজিএমইএ, ইউনিসেফ ও আইএলও যৌথভাবে দেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে শিশু শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য এক সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষার হিসেবে গার্মেন্টস কারখানার প্রায় ১২ লাখ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ১০ হাজার ৫শ' ৪৭ জনের বয়স ১৪ বছরের নিচে।

এ সমঝোতা স্মারকে শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্যে চারটি ব্যবস্থা রাখা হয়। এগুলো হলো ঃ অক্টোবর ১৯৯৫–এর মধ্যে ১৪ বছরের নিচে সকল শিশু শ্রমিককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া, নতুন কোন শিশু শ্রমিককে নিয়োগ না দেয়া, অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিশু শ্রমিককে প্রয়োজনীয় ভাতাসহ বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা ও শিশু শ্রমিকের পরিবারের যোগ্য কেউ থাকলে তাকে ঐ কাজে নিয়োগের সুযোগ দেয়া।

এই স্মারকে শিশু শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জরিপ শেষ হওয়ার আগে অথবা বিকল্প কোন ব্যবস্থা ছাড়া কাউকে চাকরি থেকে ছাঁটাই না করার জন্য কারখানা মালিকদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়।

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে স্মারকে স্বাক্ষরকারী তিন পক্ষ। এছাড়া শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে দু'টি এনজিও। অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিশু শ্রমিকদের মাসে ৩০০ টাকা করে যে ভাতা দেয়া হয়, তার দায়িত্ব গ্রহণ করে বিজিএমইএ ও আইএলও। অন্যদিকে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যয়ভার গ্রহণ করে ইউনিসেফ। বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক) ও গণ সাহায্য সংস্থা (জিএসএস) এগুলো পরিচালনা করছে।

গার্মেন্টস কারখানাগুলো নতুন করে কোন শিশু শ্রমিক নিয়োগ করে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য বিজিএমইএ, আইএলও এবং শ্রম পরিদপ্তর নিয়মিত পরিদর্শন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছর ৩১ অক্টোবর বিজিএমইএ ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেয় যে, দেশের গার্মেন্টস শিল্প খাত পুরোপুরি শিশুশ্রমমুক্ত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম সচিব, ইউনিসেফ ও আইএলও প্রতিনিধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।

শিশু শ্রমিকদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ার কারণে যেসব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসব পরিবারের জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি পরিচালনার বিষয়েও চিন্তা–ভাবনা করা হচ্ছে। আইএলও এসব পরিবারের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যাপারে ইতিমধ্যে সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে এক চুক্তিতে উপনীত হয়েছে।

শুধু বাংলাদেশ নয় আগামী ২০০০ সাল নাগাদ সার্কভুক্ত সকল দেশ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম বন্ধের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। এছাড়া ২০১০ সালের মধ্যে এ দেশগুলো থেকে সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধ করা হবে বলে পরিকল্পনা নেয়াহয়েছে। — ইউনিসেফ